সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এই ভগবদ্বিদ্বেষী জনের প্রমাণে প্রতিও উত্তম ভাগবতের নমস্কারের সংবাদ পাওয়া যায়। আর যে পক্ষে উত্তম ভাগবত নিজ অভীষ্টভাবের সত্তা চেতন, অচেতন সর্ব্বত্র উপলব্ধি করেন, সে পক্ষেও যাহারা শ্রীভগবান্ ও তাহার ভক্তগণকে দ্বেষ করে, তাহাদিগের প্রতিও নিজ অভীষ্টভাবের স্ফূর্ত্তিতেই পর্য্যবসান হইয়া থাকে। যেহেতু তাঁহাদের হৃদয় (উত্তম ভাগবতগণের) নিজপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয় হরিচরণপঙ্কজলেশে সতত পরিভাবিত, সেইজন্য সেই বিরোধীজনের দুর্ব্যবহার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। নিজ ভাবানুসারে তাঁহারা কিন্তু এইরূপ মনে করেন—অহো! এই বিশ্বমধ্যে এমন কোন্ চেতন আছে, যে জন নিখিল আনন্দসমূহের মূলাশ্রয় নিরুপাধি পরম প্রেমাস্পদ সকল-লোকসুখদসদ্গুণমণিভূষণে, যাঁহার লীলাসুধা সর্ব্বহিতকারী, সেই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমে অথবা তাঁহার প্রিয়জনে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারে! যেহেতু যে সকল ধর্ম্ম থাকিলে প্রীতিযোগ্য হইতে পারে, সে সমুদয় নিখিল সদ্গুণের আধার শ্রীভগবানকে প্রীতি না করিয়া কেহ যে দ্বেষ করিতে পারে—তাহার কারণ আমরা বুদ্ধি-বিবেচনার কিছুই খুঁজিয়া পাই না। অতএব, ব্রহ্মা আদি স্থাবর পর্য্যন্ত তুষ্ট অথবা প্রতুষ্ট সকলেই পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বসদ্গুণমণিসম্পূট শ্রীভগবানে গাঢ়ভাবে অনুরক্ত আছেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকমুনি ১১।২ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

গোবিন্দভূজগুপ্তায়াং দ্বারকায়াং কুরুদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোৎভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥
কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো-মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥

হে রাজন্! শ্রীগোবিন্দের ভূজচতুষ্টয়ে সুরক্ষিতা দ্বারকাতে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণদর্শন-লালসায় বারংবার বাস করিতেছিলেন। হে রাজন্! ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন কোন্ মানব মুকুন্দচরণকমল না ভজিয়া থাকিতে পারে? যেহেতু আত্মারামগণ স্বরূপানন্দে পূর্ণকাম হইয়াও তাঁহার চরণে ভক্তি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যে যাহাই অনুষ্ঠান করুক্, মৃত্যুভয় হইতে কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। একমাত্র শ্রীগোবিন্দচরণাম্বুজ-উপাসনাতেই মৃত্যুভয় নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই প্রমাণে উত্তম ভাগবতগণের মনের ভাব প্রকাশ করা হইল। অর্থাৎ তাঁহারা চেতনাচেতন সর্ব্বত্রই যে স্বকীয়ভাবের স্ফূর্ত্তিলাভ করেন, তাহাই দেখান হইল। অনন্তর ভগবদ্ধর্ম্ম-